গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ ১৬/০৭/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (৩য় সংশোধন প্রস্তাব)"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (শিল্প ও শক্তি) জুয়েনা আজিজ এর সভাপতিত্বে গত ১৬/০৭/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিভাগ) বিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল (৩য় সংশোধন প্রস্তাব)"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক" তে সন্নিবেশিত।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং প্রকল্পটি উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধানকে আহবান জানান। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান প্রকল্পের পটভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৩৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতাবর্ধনের উদ্দেশ্যে "রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপ-গ্রেডেশন প্রকল্পটি মোট ১৩২২১৮.১২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩২৬৬৩.৯৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৯৯৫৫৪.১৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৮-০৬-২০১০ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৩৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৮৮৫ কিঃমিঃ নতুন ৩৩ কেভি সোর্স লাইন, ১১৮৪ কিঃমিঃ আপগ্রেডেশন লাইন, ১৫৩৬ কিঃমিঃ নতুন ১১ কেভি লাইন, ১৫৭৯ কিঃমিঃ আপগ্রেডেশন লাইন, ৫০ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র এবং ৩০টি ৩৩/১১ কেভি আপগ্রেডেশন উপকেন্দ্র নির্মাণ করার সংস্থান ছিল।

২.২ পরবর্তীতে বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিপরীতে বরাদ্দকৃত লাইনের ক্যাটাগরীওয়ারী হ্রাস/বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি মোট ১৪৫০৭৫.৪১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৯৬৪৪.৯৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৫৪৩০.৪৮ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১১-১১-২০১৩ ইং তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এর পর প্রকল্পটির মোট ১৫৪১৩৬.৪১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৯৭৬৩.৭১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১১৪৩৭২.৭০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২য় সংশোধন করা হয়।

২.৩ প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি মোট ১৫৪১৩৬.৪১ লক্ষ (জিওবি ৩৯৭৬৩.৭১ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১১৪৩৭২.৭০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনে ৩য় সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবেনা তবে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬ এর পরিবর্তে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে বিধায় পরিকল্পিত উদ্দেশ্য যতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১২৫২.৮১ কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮১.২৮%। উপকেন্দ্র ক্ষমতা বর্ধিতকরনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৯০ এমভিএ এর বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৭৪০ এমভিএ, সিস্টেম লস হ্রাস পেয়েছে গড় ২%, ফিডারের ওভারলোডেড সমস্যা হ্রাস পেয়েছে এবং নতুন সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২ সভায় কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দের প্রয়োজন হবে কিনা জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি ৩০জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় ২০১৬-১৭ এর এডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, বাস্তবে কাজের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হলেও প্রকল্পের কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কারণে প্রকল্পের সমাপ্তি বিলম্বিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা পাওনা আছে। এ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে বিধায় শেষ পর্যায়ে এসে তা ৩য় সংশোধনী প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ইআরডি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য প্রকল্প সাহায্য খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা আছে। বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি ও আরইবি'র অন্য প্রকল্প হতে আন্তঃপ্রকল্প ব্যয় সমন্বয় করে এ প্রকল্পে দ্রুত অর্থায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করবে মর্মে সভায় ঐকমত্য হয়।

৩.৩ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পে PSC ও PIC'র ব্যবস্থা ছিল। তবে এসব কমিটির এ পর্যন্ত কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এসব কমিটির সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তা চিহ্নিত করে উত্তরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হত এবং এর ফলে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনের প্রয়োজন হতো না বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর এ প্রকল্পসহ আরইবি তথা বিদ্যুৎ বিভাগের যে সকল প্রকল্পে PSC ও PIC এর সংস্থান রয়েছে সেগুলোর সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩.৪ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরামর্শক সেবার TOR সংশোধনের বিষয়টি আরডিপিপি'তে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। প্রকল্প সংশোধনের সকল কারণসমূহ এবং এর সাথে ব্যয় প্রাক্কলনের তারতম্যের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে আরডিপিপি'তে প্রতিফলন করা সমীচীন হবে প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, পুনর্গঠিত আরডিপিপিতে প্রকল্প সংশোধনের কারণসমুহের সাথে পরামর্শক সেবার TOR সংশোধনের বিষয়টিসহ আরও অন্যান্য বিষয়সমুহ Incorporate করা হবে। TOR সংশোধন হলেও পরামর্শক সেবার বিপরীতে কোন ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে আরো উল্লেখ করা হয় যে ব্যয় প্রাক্কলনের তারতম্যের বিষয়টিও পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে প্রতিফলন করা হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্পের ছক ৩য় দফা সংশোধনের সকল কারণসমূহের পাশাপাশি পরামর্শক সেবার TOR সংশোধনের কারণ পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৫ অনুমোদিত প্রকল্প ছকে উল্লিখিত উপকেন্দ্রসমূহের নির্মাণ আউটডোর এর পরিবর্তে ইনডোর করার সিদ্ধান্ত কিভাবে এবং কোন পর্যায়ে গৃহীত হলো এবং এর সুবিধা কী তার কোন ব্যাখ্যা আরডিপিপি'তে নেই (৩.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আরইবি ও বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে আলাদা পত্র মারফত জানা গেছে।) বিধায় এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বাপবিবোর্ডের আওতায় ইতিপূর্বে নির্মিত উপকেন্দ্রসমূহ মূলতঃ Outdoor and un-attendant type ছিলো। উপকেন্দ্রের লোড ম্যানেজমেন্ট, ফেইজ ব্যালান্সিং, ফিডার লোড ও ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গ্রীডের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা ও উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিবেচনায় Indoor and attendant type উপকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । উপকেন্দ্র এলাকার গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকেন্দ্র কন্ট্রোল রুমের সাথে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়। ৩১/০৭/২০১২

তারিখে Technical Specification Committee(TSC) এর আহবায়ক হিসেবে Chairman, BREB কর্তৃক Outdoor and un-attendant type এর পরিবর্তে Indoor type উপকেন্দ্র নির্মানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ পর্যন্ত প্রকল্প ছক যতবার সংশোধন করা হয়েছে কোথাও উপকেন্দ্রের ধরণ পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি, তবে ব্যয় প্রাক্কলন ঠিকই পরিবর্তন করা হয়েছে। যে কারণে এবার শুধু TOR সংশোধনের বিষয়টিকে ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় উপকেন্দ্রসমূহের type পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৬ সভায় Erection & Installation of Electrical lines & Sub-Station খাতে অতিরিক্ত চাহিদাকৃত ৫৬১.৮৭ লক্ষ টাকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ০৪টি টার্নকী চুক্তির আওতায় Indoor and attendant type উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী পেলিসেডিং এর পরিবর্তে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের প্রয়োজন হয়; যা অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। উপকেন্দ্রের Soil bearing capacity ৭৫ কিলোনিউটন/মি^{২} অপেক্ষা কম পাওয়ায় ডিজাইনে পাইলিং প্রয়োজন হয় যা অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। অতিরিক্ত কাজের টাকার পরিমাণ প্রায় ১৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা। ACR contact, ACR Bushing এর প্রয়োজন না হওয়ায় বাদ দেয়া হয়েছে ও AVR Relay এর মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বেশী হওয়ায় সম্পাদিতব্য কাজের মূল্য টাকায় হ্রাস পেয়েছে। এতে প্রায় ৮৬২.১৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। সমন্বয়ের পর সর্বসাকুল্যে ০৩টি প্যাকেজে সম্পাদিতব্য কাজের মূল্য ৫৮১.৮৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মালামাল ক্রয় খাত থেকে ৫৮১.৮৭ লক্ষ টাকা হ্রাস করে নির্মাণ খাতে সমন্বয় করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে Erection & Installation of Electrical lines & Sub-Station খাতে অতিরিক্ত চাহিদাকৃত ৫৬১.৮৭ লক্ষ টাকার যৌক্তিকতাসহ তা প্রকল্প সংশোধনের কারণ হিসেবে পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৭ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, যেহেত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গিযেছে তাই সার্বিকভাবে ব্যয় পর্যালোচনাপূর্বক বিভিন্ন খাতে (অদ্যাবধি অব্যয়িত) যেমনঃ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ, কম্পিউটার সফটওয়্যার, আসবাবপত্র, আপ্যায়ন এবং অন্যান্য ইত্যাদি খাতে ব্যয় হ্রাস করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, কম্পিউটার এন্ড এক্সসরিজ, কম্পিউটার এন্ড সফটওয়্যার, আবসবাপত্র এবং অন্যান্য খাতে অব্যয়িত অর্থ সিংহভাগ ব্যয়/প্রয়োজন হবে না। অধিকন্তু আরইবি'র চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য জনবল খাতে প্রস্তাবিত টাকা বাদ দেয়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করলে সভা এ বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং আলোচনা মোতাবেক অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংগের ব্যয় কর্তনসহ সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৮ সভায় আরডিপিপি'তে সংযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসমূহে (বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব এবং বাপবিবো এর চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরিত) NSAPR এর সাথে এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যতার বিষয়টি উল্লেখ আছে যা মূলতঃ ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা তথা সাথে সামঞ্জস্যতার কথা উল্লেখ করা সমীচীন হবে মর্মে উল্লেখ করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যয়নপত্র প্রণয়নপূর্বক পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সংযোজন করা হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে প্রত্যয়ন পত্রসমূহ সংশোধিত আকারে সন্নিবেশ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৯ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সংশোধিত ডিপিপি'তে অর্থায়নের ধরণ সংক্রান্ত নির্ধারিত অনুচ্ছেদ ৭(c) সংশোধন করা হয়নি। পরিপত্র অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৭(c) সংশোধন করা আবশ্যক। তাছাড়া ৭(a) অনুচ্ছেদটিও পরিপত্র অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়নি। পরিপত্র অনুযায়ী আরডিপিপি পুনর্গঠন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, পূনর্গঠিত আরডিপিপিতে অনুচ্ছেদ ৭(c) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সভায় এ মর্মে আলোচনা হয় যে, এ ধরনের ছোট খাটো বিষয়গুলো বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে সংশোধন করার পর পরিকল্পনা কমিশনে

প্রেরণ করা সমীচীন ছিলো। বিস্তারিত আলোচনান্তে, পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে পরিপত্র অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৭(a) সংশোধন করাসহ ৭(c) সন্নিবেশ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.১০ আরডিপিপি'র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি আছে যা সংশোধন করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। **সিদ্ধান্তঃ** বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে "রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (৩য় সংশোধন প্রস্তাব)"-শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১ আলোচ্য প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি ও চলতি অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ চাহিদা প্রেরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগের নির্দেশনা ও বিদ্যমান পরিপত্রের আলোকে প্রকল্প কর্তপক্ষকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আরইবি এর অন্য প্রকল্প হতে আন্তঃপ্রকল্প ব্যয় সমন্বয় করে এ প্রকল্পে দ্রুত অর্থায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

৪.২ এ প্রকল্পসহ আরইবি তথা বিদ্যুৎ বিভাগের যে সকল প্রকল্পের অনুমোদিত ছকে PSC ও PIC এর সংস্থান অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলোর সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক তা নিশ্চিত করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্প ছক ৩য় দফা সংশোধনের সকল কারণসমূহের পাশাপাশি পরামর্শক সেবার TOR সংশোধনের কারণ পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪.৪ উপকেন্দ্রসমূহের type পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যয় প্রাক্কলনের পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪.৫ Erection & Installation of Electrical lines & Sub-Station খাতে অতিরিক্ত চাহিদাকৃত ৫৬১.৮৭ লক্ষ টাকার যৌক্তিকতাসহ তা প্রকল্প সংশোধনের কারণ হিসেবে পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪.৬ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য জনবল খাতে প্রস্তাবিত টাকা বাদ দিতে হবে। সভার আলোচনা মোতাবেক অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংগের ব্যয় কর্তনসহ সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করতে হবে;

৪.৭ পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব এবং বাপবিবো এর চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন পত্রসমূহ সংশোধিত আকারে সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.৮ পুনর্গঠিত আরডিপিপি'তে পরিপত্র অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৭(a) সংশোধন করাসহ ৭(c) সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.৯ ৪.১ থেকে ৪.৮ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে যথাশীঘ্র সম্ভব তা পরিকল্পনা কমিশনে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

২৫/৭/২০১৬

(জুয়েনা আজিজ)
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

N